তারিখ ... 19 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক খবর

উপাচার্যের নামে অহেতুক ৪টি বাড়ী বরাদ্দ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে—২

শাহজাহান আলম (সাজু) ও মতিউর রহমান লাল্টু ❤ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের নামে তিন জায়গায় ৩টি বাড়ী এবং ঢাকায় ১টি রেষ্ট হাউস বরাদ্দ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটে থাকলেও উপাচার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১টি, কুষ্টিয়া শহরে ১টি, রাজশাহীতে ১টি বাড়ী বরাদ্দ করা রয়েছে. শুধুমাত্র রাজশাহীর বাড়ীটির জন্যই প্রতিমাসে ১৬,০০০ টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহীর বাড়ীটির মালিক উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ নিজেই। বাড়িটির প্রকৃত ভাড়া সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা হলেও বাড়ীটির জন্য প্রতিমাসে ১৬,০০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় অবস্থিত হলেও রাজশাহীর বাড়ীর জন্য উপাচার্য কোন যুক্তিতে ভাড়া প্রদান করছেন তা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করলেও কুষ্টিয়া শহরেও উপাচার্যের জন্য বরাদ্দকৃত একটি বাড়ীর জন্য প্রতিমাসে কয়েক হাজার টাকা ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি রেষ্ট হাউস ভাড়া নেয়া হয়েছে। রেষ্ট হাউস নামমাত্র হলেও প্রকৃতপক্ষে উপাচার্যের নিজের জন্যই ঢাকায় একটি বাড়ী রেষ্ট হাউস নামে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আরো অভিযোগ রয়েছে রাজশাহীর বাড়ী এবং ঢাকায় রেষ্ট হাউস ও কুষ্টিয়া শহরে উপাচার্যের জন্য ভাড়া করা বাড়ীটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র উপাচার্যের বাড়ীভাড়া এবং বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই প্রতিমাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের জন্য শুধুমাত্র বাড়ীভাড়া বাবদ এত বিপুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দের কোন নজীর পাওয়াযায়নি।

এছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে গত দুই বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন টেন্ডার কিংবা কোটেশন দেয়া হয়নি। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে সকল ক্রয়ের জন্য কোটেশন এবং ২৫,০০ টাকার উর্ধ্বে যে কোন ক্রয়ের জন্য টেন্ডার প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। অথচ উপাচার্যের জন্য বাড়ীভাড়া, ঢাকায় রেষ্ট হাউস ভাড়া, বাড়ী ও রেষ্ট হাউজ ডেকোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোট বুক, ঈদ কার্ড, নববর্ষের কার্ড, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী টেন্ডার দেয়ার বিধান থাকলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারী আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে তাদের ইচ্ছামত ক্রয় কার্য সম্পাদন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কয়েক লাখ টাকার ছাপার কাজের জন্যও কোন টেন্ডার দেয়া হয়নি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গোলাম সাকলায়েন ঢাকায় একটি প্রেসের সাথে যোগসাজশে প্রতিবছর মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। ইতিপূর্বে জনসংযোগ কর্মকর্তা গোলাম সাকলায়েনকে দুর্নীতি এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ওএসডি করা হয়েছিল। তার অপসারণের দাবীতে ছাত্ররা দীর্ঘদিন আন্দোলন করলেও এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাকে ওএসডি করার পরও পুনরায় জনসংযোগ কর্মকর্তা পদে বহাল করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বাজেট থেকে মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। সমাবর্তনের খাবার সরবরাহে মোটা অংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, সকালের নাস্তার জন্য প্রতি প্যাকেট ৭০ টাকা বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ ২৫ টাকা মূল্যের খাবার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া খাবারের গুণগতমানও ছিল অতি নিম্ন। ফলে অনেক ছাত্র অনুষ্ঠান মঞ্চেই কয়েকজন কর্মকর্তাকে অপদস্থ করেছেন। কেউ কেউ খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।